যুগান্তর

তারিখ 19 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বন্দি শিক্ষার্থীদের মুক্তি দাবিতে শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে খোলা চিঠি

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দণ্ডিত ১০ শিক্ষার্থী এবং এক কর্মচারীর মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কর্তৃত্ববিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ'র ব্যানারে শিক্ষার্থীরা শুক্রবার শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে একটি খোলা চিঠি পাঠিয়েছে। শিক্ষার্থীরা সন্ধ্যায় রাজশাহীর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে এ চিঠি প্রদান করে। একই সময়ে চিঠির একটি অনুলিপি তারা ফ্যাক্সযোগে প্রধান উপদেষ্টার দফতরেও পাঠায়।

গত ১৬ জানুয়ারি থেকে রাবিতে শুরু হওয়া 'অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন'র অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীরা এ চিঠি পাঠায়। এ দাবিতে তারা আজ গণ-ছাত্র সমাবেশ এবং প্রতীকী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালনের কর্মসূচি দিয়েছে।

শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে পাঠানো ওই খোলা চিঠিতে উল্লেখ করা হয়, বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বজনীন জ্ঞান সৃজন ও চর্চার ক্ষেত্র। মুক্তচিন্তা ও বিবেকের অধিকার সমুন্নত রাখার পবিত্র ভূমি। মানুষ গড়ার কারখানা। বিশ্ববিদ্যালয়ে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস বর্জন চলছে। কালো পতাকা উড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনে ভবনে। কালো পতাকার গণমিছিলে প্রতিদিন বাড়ছে শিক্ষার্থী সমাগম। কিন্তু কেন এত বিদ্রোহ? তা কি একবার জানার চেষ্টা করেছে সরকার?

সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বিচার প্রক্রিয়া শেষে সম্মানজনকভাবে মুক্তির প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু রাবি'র শিক্ষার্থী-কর্মচারীর বিষয়ে কোন কথা বলা হয়নি। রাবি'র সাজাপ্রাপ্তদের সাজা অকার্যকর করে তাদের সম্মানজনক নিঃশর্ত মুক্তি দিতে কোন সমস্যা থাকার কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ও শিক্ষার্থী-কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যদের পক্ষ থেকেও কারাবন্দিদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ

চিঠি : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

চিঠি : খোলা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

নিতে পারছে না। সামনে তাদের অনেকেরই বার্ষিক/চূড়ান্ত পরীক্ষা। তাদের অভিভাবকরাও সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে উদ্বিগ্ন। গাড়িচালক কর্মচারীর পরিবার অত্যন্ত মানবেতর জীবনযাপন করছে। পুরো বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারই এদের মুক্তি চায়।

অন্যদিকে রাবি প্রশাসন 'অজ্ঞাতনামা' শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে। মামলাধীন শিক্ষার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ দু-তিন বছর আগে ক্যাম্পাস ত্যাগ করলেও তারাও মামলার আসামি হয়েছে। এ মামলা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এ মামলা প্রত্যাহার করে শিক্ষার্থীদের হয়রানি ও শংকামুক্ত করার জন্য এ স্মারকলিপি। কিন্তু উপাচার্য বলেছেন, 'আমার ওপর চাপ আছে'। আমরা উপরতলার ক্ষমতাওয়ালা এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অবিলম্বে মামলা প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মুক্তির দাবিতে সেখানকার আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে ওই খোলা চিঠিতে 'স্বাধীনতা, সংহতি, সৃজনশীলতা ও বিশ্ববিদ্যালয়' শীর্ষক মুক্ত আলোচনা ও গণ-সংলাপে অংশ নেয়ার জন্য শিক্ষা উপদেষ্টা, রাজশাহী মহানগরীর পুলিশ কমিশনার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টাকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। আলোচনাটি ২০ জানুয়ারি বিকাল সাড়ে ৩টায় রাবি'র মমতাজউদ্দিন কলা ভবনে অনুষ্ঠিত হবে।

১০ জানুয়ারি থেকে 'কর্তৃত্ববিরোধী শিক্ষার্থীবৃন্দ'র ব্যানারে রাবি'র শিক্ষার্থীরা সাজাপ্রাপ্ত ১১ শিক্ষার্থী-কর্মচারীর মুক্তি এবং শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের দায়ের করা মামলা প্রত্যাহারের জন্য সরকারকে পাঁচ দিনের আলটিমেটাম দেয়। ১৫ জানুয়ারি এ আলটিমেটাম শেষ হলেও সরকারের কাছ থেকে কোন সাড়া না পাওয়ায় ১৬ জানুয়ারি থেকে তারা রাবিতে 'অহিংস-অসহযোগ আন্দোলন' শুরু করে।